তপস্বিনী

গঙ্গাধর মেহের

ষষ্ঠ সর্গ

চতুর্দ্দশাক্ষর ছন্দ

30 January 2010

(Last updated: ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

http://www.iopb.res.in/~somen/GMeher

চিত্রা সহ শশী দিনে উঠিলে গগনে
বিকশিত হেলা নবমালিকা গহনে।

ধীরে ধীরে আশ্রমর মল্লীবল্লীচয়
প্রফুল্ল–কুসুম–পুঞ্জ হেলে মুদময়।

মাধবী বকুল মল্লী নিআলী সুগন্ধ–
ভাবে গন্ধবহ গতি করি মন্দ মন্দ।

তমসা পুলিনে স্বচ্ছ চন্দ্রমা–কিরণ
আলিঙ্গি স্বচ্ছন্দে করুথিলা বিচরণ।

জানকী কুটির পাশে বিবিধ আকারে
খণ্ড খণ্ড চন্দ্রিকার পাদপ–ছায়ারে।

ধীরে ধীরে পূর্বদিগে হোই অগ্রসর
হ্রাস বৃদ্ধি লোপ করুথিলে কলেবর।

কুটীরু অলপ দূরে শীতভানু–করে
বসিথান্তি বইদেহী সজনী সঙ্গরে।

সতী পাশে দিশুথিলা সুধাংশু কিরণ
সতী অঙ্গু হেউঅছি যেহ্নে বিকিরণ।

খদ্যোত দিওটি আশ্রি গোটিএ পতর
কান্তি করুথান্তি চন্দ্রঠারু মঞ্জুতর!

চাহিঁ তাঙ্কু বোলুথান্তি সতী মনে মনে
“ধন্যরে খদ্যোতে! তুম্ভে পতঙ্গ জীবনে!

অছন্তি জগতে জীব তুম্ভঠারু বলি
অছি কিরে আউ কাহা কান্তি তুম্ভ ভলি?

বড় ভাগ্যে পাইথিল বিশ্বপতি–বর
তেণু তুম্ভ দ্যুতি লোক-নেত্র-প্রীতিকর।”

এ সময়ে শ্রুত হেলা চক্রবাক স্বন
মুহুর্মুহুঃ হেউঅছি করুণাবর্ষণ।

করুণা–সলিল সতী-নয়ন–সরিত–
কপোল কূলকু বলে হেলা প্রসারিত।

চঞ্চলে জানকী করি সখীকি গোপন
অঞ্চলে ঘরম ছলে পোছিলে লপন।

জাণি সখী পচারিলা, “কহ তু সুশীলে!
কিম্পা চক্রবাক রাবে রজনী আসিলে?

থান্তি কি এ বিহঙ্গম নগর ভিতরে
রাবন্তি কি তহিঁ মধ্যরাত্রিরে কাতরে?

রাবন্তি যদ্যপি তাহা নাগরিক জনে
আকর্ণন করি কিস ভাবিথান্তি মনে?”

শুণি সতী নপাপিলে সম্ভালি লোতক
কণ্ঠস্বর হেলা তহিঁ বচন–রোধক।

তা'চাহিঁ কহিলা সখী, “ছাড় সেহি কথা
চাপল্য মো ক্ষমাকর, বৃথা দেলি ব্যথা”।

বোইলে জানকী, “সখি, আত্মপরিচয়
ন দেই পরাণ মোর হেউছি অথয়।

ভরসা করিছি, মোর অন্তিম জীবন
তুম্ভ সহকারে এথি করিবি যাপন।

ন কহিবি নিজ কথা যিদি তুম্ভ পাশ
করিব কি রূপে তুম্ভে মো প্রতি বিশ্বাস!

কহিদেলে লঘু হেব মোর দুঃখভার,
বঝিব তহিঁরে তুম্ভে কিপরি সংসার।

মুঁ রাজনন্দিনী সখি, সম্পদর দোলে
বঢ়িলি রাজেন্দ্র–পুরে মধুময় কোলে।

মরাল ময়ুর পিক শুক শারী স্বর–
করুথাএ রাজপুর মধুর মুখর।

রাবিথাএ চক্রবাক রজনী সময়ে
নোহুথিলা দুঃখ তহিঁ মো বাল্য–হৃদয়ে।

শৈশবান্তে হেলা সখি, যেবে মো যৌবন
দেখিলি আসিলে দেশুঁ দেশুঁ রাজগণ।

রত্নময় ধনুটিএ জনক মোহর
রখিথান্তি, দিশুথাএ অতি মনোহর,

জণে জণে হোই ধনু ধরি নৃপগণ
টাণি থরে করুথান্তি আসন গ্রহণ।

রতন–কিরীটে ঢাঙ্কি ধবল কুন্তল
কেতে নরপতি তহিঁ দেখাইলে বল।

কেতে বা যুবক নৃপ–কিশোর কিশরী
ঠাণি ধরি ধনু ছুইঁ গলে অপসরি।

সদর্প গমন তাঙ্ক নিস্ফল সাহস
চাহিঁ সখি, সেতেবেলে মাড়ুথাএ হস।

প্রাসাদ উপরে রহি বহি কুতূহল,
সখীঙ্ক সহিত দেখুথাএঁ সে সকল।

শেষে জণে ক্ষত্রিকুল চূল–আভরণ
মরকত–বর–কান্তি–গঞ্জন–বরণ।

ধনু সন্নিধানে আসি হেলে শোভাকর।
সতে যেহ্নে রাজপুত্র রূপে দিবাকর।

চাহিঁ তাঙ্কু হৃদ মোর স্বতঃ হেলা দ্রব
তাপসী–জীবনে নাহিঁ সেহি অনুভব।

নৃপবৃন্দে করিথিলি কেতে উপহাস
সবু চপলতা জবে হোইগলা হ্রাস।

সেপরি সুন্দর রূপ পাইব নয়ন
কেবে ত সজনি! ভাবি নথিলা মো মন।

ভক্তি–প্রীতি সহিত মো নির্মল হৃদয়
বিনয়ে বন্দিলা তাঙ্ক রঞ্জ পদদ্বয়।

যে ভাঙ্গিব ধনু তাকু মো কর অর্পণ
করিবাকু পিতা মোর করিথিলে পণ।

মুঁ ভাবিলি, সেহিদিন পণ হেলা শেষ,
তপস্বিনী হেবি নেই পিতাঙ্ক আদেশ।

কে ভাঙ্গিব ধনু, তাহা কি অছি নিশ্চয়?
এ বীরেন্দ্র নেলেণি মো মন করি ক্রয়।

মন থিব একে, অন্য হেব যেবে পতি
জীবনে মরণে হেব ভীষণ দর্গতি।

কমনীয় কর যার পুষ্পধনু পাত্র
এ ধনু ধরিবা তাঙ্ক অপমান মাত্র।

মোর ভাগ্যবলে বীর সে দুর্দ্ধর চাপ
সঙ্গেসঙ্গে ভাঙ্গিদেলে মো হৃদ সন্তাপ।

বীরেন্দ্র সহিত হেলা মোর পরিণয়
ধন্য হেলি লভি তাঙ্ক স্বর্গীয় প্রনয়।

অনুজ ত্রিতয় থলে বীরমণিঙ্কর
ধইলে মোহর তিনি ভগিনীঙ্ক কর।

পিতৃপুরু পতিপুর গমন পথরে
তেজোময় ধনুটিএ পুণি কান্ত-করে।

ক্ষত্রিয় কুলর কেতু ভার্গবপ্রবর
অর্পিবার দেখি মোর মনে হেলা ডর।

পুণি বা লভিবে কান্ত তেজোময়ী নারী
হেব অবা মোহর সে প্রনয়-ভগারি।

চঢ়ান্তে মো কান্ত সেহি শরাসনে শর
ভার্গব বীরশ্রী তাঙ্কু বরিলা সত্বর।

পদ্মিনীর প্রতিযথা দ্যুমণি–দীধিতি
সে বীরশ্রী বঢ়াইলা মো হৃদয়–প্রীতি।

ভাবিথাএ মন এক, ফল হুএ আন
বুঝি নুহেঁ সখি, ভবে বিধির বিধান।

তেজোময়ী বীরবানা উঢ়াই গগনে
বিজে কলে বীরবর প্রফুল্লিত মনে।

সম্পদর বন মোর শ্বশুর-নিলয়
প্রবেশন্তে তহিঁ শুভ সম্বাদ মলয়।

শোভা–বৃক্ষে ফুটিগলা আনন্দ–সুমন
প্রভার বল্লভ হরিনেলা জনমন।

নব পরিণীত বীরভ্রাতা চতুষ্টয়
রতন ভূষণচয়ে হোই দীপ্তিময়।

তহিঁরু অধিকে সাজি বধূঙ্কর বেশ
মহোল্লাসে হেলে সেহি ভবনে প্রবেশ।

বৃধা এক থিলা সখি, সে রাজভবনে
সেকালে বোইলা হর্ষবর্ষণ বচনে।

ঋক্ষরাজি বিভ্রাজিত চৌদিগ গগন
মণ্ডিলে বিরাজি আজি রাজেন্দ্র সদন।

দেখিলি মো ভগিনীঙ্ক বদনমণ্ডল
হোইথিলা নব প্রেম–মন্দাক্ষে পাটল।

উপুজি তহিঁরে নব ঘর্মকণাচয়
রতন জ্যোতিরে হোইগলা জ্যোতির্ময়।

তো স্নিগ্ধ ললাটে আজি সুধাংশু–কিরণ
দেখি সখি, হেউঅছি সেকথা স্মরণ।

স্বর্গর সম্পদ যাহা কহিথান্তি জনে
শ্রুতি–সত্য মণি তাকু লোভ দিএ মনে।

স্বর্গলোভে রাজা তেজি রাজসিংহাসন
তপ করে বনে করি ফলমূলাশন।

মুঁ যাহা দেখিলি, সখি! শ্বশুরঙ্ক ঘরে
ভাবিলি ন থিব তাহা সুরেন্দ্র–নবরে।

শ্বশুর শাশুঙ্ক স্নেহ, স্বামীঙ্ক পীরতি
তুচ্ছ জ্ঞান করাইলা মোতে স্বর্গ প্রতি।

কেতে হেলা নব নব মহোৎসবমান
জগতে তা হুএ বোলি ন থিলা মো জ্ঞান।

পতি–প্রীতি–রত্ন রাজ–ভবন–রতন–
অলোক সুখরে কলি কাল করতন।

শুণিবাকু তহিঁ দীন চক্রবাক স্বর
থিলা নাহিঁ রাত্র দিনে মোতে অবসর।

চালিগলা সেহিরূপে দ্বাদশ বৎসর
বারদিন পরি হেলা মো মনে গোচর।

দিনে কান্ত আসি মোতে বোইলে সহাসে
"বান্ধিবি, রহিবা আজি রাত্রি অধিবাসে।

করিবার আশে, তোতে হৃদ–আভরণ
রাজলক্ষ্মী কালি মোতে করিবে বরণ।"

মুঁ বোইলি, "নাথ, তুম্ভ দিব্য অনুরাগ
পূর্ণ থিলা মোঠারে যা ন হেব ত ভাগ?"

সে বোইলে, " স্বাভাবিক হেলে হেঁ সে কথা,
সতীপদে নত হুএ রাজলক্ষ্মী–মথা।"

সাগর সলিল উঠি ঘন হুএ নভে
লোকহিত সাধি পশে সাগর–গরভে।

মঙ্গল বিধিরে সেহি রাত্রি হেলা শেষ
মঙ্গলবাজণা প্রাতে শুভিলা বিশেষ।

সচিব সহিত কান্ত গলে পিতা পাশে
লেউটি বোইলে মোতে দুঃখ ভরি ভাষে।

"জীবনসঙ্গিনি! রখি তো পাশে জীবন
পিতাঙ্ক আদেশে আজি যাউঅছি বন।

যুবরাজ হেবে প্রিয় ভাই মো ভরত
রাজলক্ষ্মী হেলে তাঙ্ক প্রণয়রে রত।

ন রখি মানিনি, নিজ জ্যেষ্ঠা অভিমান
ভরতে করিবু রাজ–মান্যরে সম্মান।"

দেখিলি মুঁ স্বামীঙ্কর বদনমন্ডল
দিশুথিলা পূর্বপরি শান্তিরে উজ্জ্বল।

হেউথাএ মন বন–গহনে চঞ্চল,
কিন্তু যেন্হে মোহ পাইঁ হৃদয় বিকল।

স্বামীঙ্ক বচন মণিথান্তি পরিহাস
উঠিগলা চউদিগে রোদন উচ্ছ্বাস।

হাহাকার–রবে হেলা নবর কম্পন
বিস্ময়ে বাবিলি, এ কি অদ্ভুত স্বপন।

চকিতে বোইলি, "নাথ, তুম্ভে গলে বন
রাজপুরে এ দাসীর কিস প্রয়োজন?

হোইথান্তি রাজরাণী, হেবি ভিকারিণী
শ্রীপদ সেবিবি হোই কানন–চারিণী।

শ্রীচরণে মতি মোর, শ্রীচরণে গতি
তুম্ভ বিনা বাঞ্ছই কি স্বরগ সম্পত্তি।

তুম প্রিয় অবরজ যুবরাজ হেবে
হসি হসি বনগামী তুম্ভে হেব যেবে।

যুবরাজ্ঞী হেব মোর মান্ডবী ভগিনী
মুঁ কিম্পা ন হেবি তুম্ভ পদাঙ্কগামিনী?

সে সুখ–বঞ্চিতা হেলে ন বঞ্চিব সীতা
প্রভুপাদ–সেবা বিনা বিশ্ব তাকু পিতা।

যা কিছি বিষাদ থিলা স্বামীঙ্কর মনে
দূর হোইগলা জবে মোর সে বচনে।

পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু ভৃত্য পরিজন
তেজি কান্ত মোতে সঙ্গে ঘেনি গলে বন।

কেবল লক্ষ্মণ নামে থিলে মো দেবর
হেলে স্বামীঙ্কর বনবাস–সহচর।

ফিঙ্গিদেই রাজসুখ বিস্মৃতির নদে
ভ্রমিলুঁ গহন গিরি নবীন আনন্দে।

সখীরূপে পাই বনে মুনিকন্যাগণ
তাঙ্ক স্নেহ সুখ–জলে হেলি নিমগন।

অনেক দিবস থিলুঁ পঞ্চবটী বনে
গোদাবরী–পূত–তীরে প্রফুল্ল জীবনে।

নিশান্তে পবন বন-পুষ্পবাস হরি
মদমন্দ আসি দিএ কুটিরকু ভরি।

শ্রবণ কুহরে ঢালে মনোরম স্বর
রাজ বৈতালিক রূপে আসি পিকবর।

ময়ূর ময়ূরী হোই নৃত্যপরায়ণ
মন্ডন্তি প্রভাতে মোর কুটীর–প্রাঙ্গণ।

আসিথান্তি কউতুকে মৃগশিশুগণ
করিবাকু মোহ করুঁ নীবার ভষণ,

জননীর কোল তেজি কলভ কলভী
খেলন্তি মো পাশে মোর করুঁ খাদ্য লভি।

বিবিধ কুসুমে গুন্থি মনোহর হার
দেউথাএঁ কান্ত গলে প্রীতি–উপহার।

কৌতুকে কুসুমে কান্ত মন্ডি মোর বেণী
ভ্রমন্তি কুসুমবনে সঙ্গে মোতে ঘেনি।

বোলুথান্তি, "সখী, তু মো' প্রণয়–প্রতিমা
প্রাণর সঙ্গিনী স্বর্গ–সুখর গরিমা।"

মুঁ বোলেঁ, "প্রাণেশ, তুম্ভ প্রেম অধিকার
সঙ্গে নুহেঁ তুলনীয় স্বর্গ সুখ ছার।"

দিনে ফুলে চন্দ্রাতপ ফুলময় স্তম্ভ
সিংহাসন রচি খচি কুসুম–কদম্ব।

ফুলময় ছত্র করি ফুলর চামর
বিচিত্র ব্যজন ফুলে করি শোভাকর।

কেতকী–দলরে কলি কিরীট নির্মাণ
খচি রত্নরূপে রম্য রম্য ফুলমান।

বিনয়ে বোইলি, “নাথ পূজিবি পয়র।
কৃপা বহি সিংহাসনে থরে বিজেকর।”

সস্মিতে বোইলে মোতে কান্ত মহামনা
“রাজ–উপচার সখি, অছি মোতে মনা।

তোতে মুঁ করিব আজি বন–ফুলেশ্বরী
বোলি ফুলে সজাইলে বলে কর ধরি।

তাঙ্ক রাশ ভাষে খণ্ডি মোহর আপত্তি
অগ্রে উভা হোই দৃষ্টি দেলে মোর প্রতি।

মন্দাক্ষরে নেত্র মোর হেলা নিমীলিত
রহিলি সে পুষ্পাসনে হোই বিদ্রবিত।

আনন্দে বোইলে কান্ত রসিককেশরী!
“করুণা কটাক্ষপাত কর ফুলেশ্বরী!”

হরষ–প্রফুল্ল মুখ অনাই তাঙ্কর
বোইলি “অবিধি হেলা বিবেকিশেখর!

নুহই যা’ প্রভুপদ অর্চ্চনার যোগ্য
কেবে কি তা’ হোইথাএ দাসী ছার ভোগ্য?”

সে বোইলে, “প্রণয়িণী প্রণয়ীর রীতি
বড়াই একর মান অন্য লভে প্রীতি।”

স্বামীঙ্ক বদনু তাঙ্ক প্রীতি কথা শুণি
নিজ ভাগ্য ধন্য মণি মুদে হেলি তুনি।

সন্ধ্যা হেলা ক্রমে নভে হেলে সুধাকর
বিহরিলে কান্ত বনে ধরি মোর কর।

করিবাকু পুণি মোর মানসরঞ্জন
করুথিলে বনবাস সুখর বর্ণন।

সে কালে অদূরে শুণি চক্রবাক-স্বন
সহসা প্রাণশ কলে মো মুখ চুম্বন।

কউতুকে পচারন্তে তহিঁর কারণ
সে যাহা কহিলে এবে হেউছি স্মরণ।

বোইলে, “প্রেয়সি! এহি কান্তাবিরহিত
চক্রবাক দুঃখানলে হেউছি দহিত।

দিনযাক থাএ প্রিয়া সঙ্গসুখে সিক্ত,
তা বিনা মণুছি এবে জীবনকু তিক্ত।

তু নথান্তু যদি মোর বন-সহচরী
দুঃখে দগ্ধ হেউথান্তি বিপিনে বিচরি।

যাহা যাহা বোলুঅছুঁ বনবাস–সুখ
সে সকল করুথান্তে মো জীবন শুষ্ক।

কান্তা বিনা কান্ত–প্রাণ স্বভাবে বিকল
বিকল জীবন মণে জগত বিফল।

ভাসুথাএ জীব যদি সংসার–সাগরে
তরিবা ভরসা থাএ বনিতা–নাবরে।”

নথিলা মো’ অনুভব বিরহ–বেদনে
তা’শুণি হসিলি লজ্জাবনত বদনে।

হায়! কিছি কাল পরে সে ঘোর কষণ
জীবনে মো’ অধিকার কলা ষোলপণ।

ভুক্তভোগী করে পর দুঃখ অনুভব
অশ্রু আজি বুহাইলা মো’ রথাঙ্গরব।”

তাপসী বোইলে, “সখি, বুঝিলি নিশ্চয়
তব কান্ত হৃদ–প্রেম–পীযুষ–নিলয়।

কান্দুথিবে নরমণি চক্রবাক পরি,
পাহিযাউ বেগে তুম্ভ বিপদ–শর্বরী।

সুনার সংসার হোইঅছি ছারখার
কাহিঁকি ঘটিলা এহি ঘোর দুর্বিচার?

করিথিলে রাজা যা’ কু জীবনর ধন
কেমন্তে বলিলা তাঙ্কু ছাড়িবাকু মন!

বিধি বিচারকু ধিক, কাহিঁ কলা কিস,
অমৃত উপরে আণি ঢালিদেলা বিষ।”

— — —